দৈনিক ইনকিলাব

06 OCT 1987

... OCT 1987 ...
... ৫ ... 3 ...

মতামত

"ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় ঃ সংস্কৃতি ধ্বংসের ষড়যন্ত্র" প্রসঙ্গে

বিগত ১৩-৯-৮৭ইং তারিখে ঢাকা থেকে প্রকাশিত একটি সাপ্তাহিকে উপরোক্ত শিরোনামের নীচে পাকিস্তানী চিহ্নিত মুসলমান দ্বারা বাংলাদেশের টংগীতে স্থাপিত ইসলামিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শহীদ মিনারে কুঠারাঘাতরত প্রচ্ছদ ব্যাঙ্গচিত্র এবং ১৭-১৯ পৃষ্ঠাব্যাপী জনৈক আমিনুর রশিদ বিরচিত উক্ত প্রবন্ধের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হওয়ায় উক্ত প্রবন্ধের কতেকাংশ ও ব্যাঙ্গ চিত্রের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জ্ঞাপন করা ঈমানী দায়িত্ব মনে করি।

প্রবন্ধের প্রারম্ভেই বিজ্ঞ লেখক স্বীকার করেছেন, "মওলানা ভাসানী এদেশে একটা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের স্বপ্ন দেখে গিয়েছিলেন।" মওলানা ভাসানী শুধু একটা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের স্বপ্নই দেখে যাননি— কার্যতঃ তিনি নিজেই তাঁর জীবদ্দশায় অক্লান্ত পরিশ্রম, উদ্যোগ ও সম্পূর্ণ বেসরকারী সহায়তায় সন্তোষে একটি ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করে গিয়েছেন।

পরক্ষণেই অতীব আশ্চর্যের সাথে লক্ষণীয় যে, লেখক অভিমত প্রকাশ করেছেন, "একটি বিশেষ নামে কোন শিক্ষাঙ্গনকে নির্দিষ্ট করা এবং বাংলাদেশের বর্তমান ক্ষমতাসীন শাসকের ধর্মীয় চেতনার মধ্যে একটা অন্তমিল লক্ষ্যণীয়" মন্তব্যটি বিশেষ অনুধাবনযোগ্য। ব্যক্তি, স্থান, প্রতিষ্ঠান এমনকি বিভিন্ন ধর্মীয় নামে এদেশে শতশত শিক্ষাঙ্গনের নামকরণ করা হয়েছে, হচ্ছে এবং হবেও— তাতে লেখকের কোন আপত্তি নেই; কিন্তু বর্তমান "ক্ষমতাসীন শাসকের ধর্মীয় চেতনার" অনুকূল অর্থাৎ "ইসলামী" এই বিশেষ নামটির প্রতি লেখকের অন্তর্নিহিত ক্ষোভ উপচে পড়ছে। ৯০% মুসলমান অধ্যুষিত এদেশ থেকে মুসলমান নামধারী লেখক ইসলামকে নির্বাসন দেওয়ার সোল এজেন্সি নিয়েছেন নিশ্চয়ই। আর ইসলাম ধর্মীয় চেতনায় উদ্বুদ্ধ কোন শাসক বা রাষ্ট্র প্রধান এদেশে ক্ষমতাসীন হওয়া তার মতে সংস্কৃতি ধ্বংসেরই ষড়যন্ত্র। প্রচ্ছদ ছবিটি হীনমন্যতায় আক্রান্ত কোন বিদেশী ইসলামী বিরোধী ঘৃণ্য শক্তির প্রভাবিত পাকিস্তানী জুজুর ভয়েরই নগ্ন প্রকাশ। মুসলমান নামধারী লেখক আরও বলেছেন, "এ সময় ভিসি একাধিকবার ধর্মের হুজুগ তুলে শহীদ মিনার নির্মাণের বিপক্ষে বিবৃতি প্রদান করেন।" যে আকার, প্রকার এবং প্রথায় শহীদ মিনার নামক কাঠামোটি তৈরী হয় ও নগ্নপদে মাঝে মধ্যে ফুল-চন্দন দিয়ে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত পূজার মহড়া করা হয়, তার সপক্ষে লেখকের সমৃদ্ধ জ্ঞান ভাণ্ডারে কোন ইসলামসম্মত যুক্তি বা দলিল থাকলে তা অনুগ্রহপূর্বক প্রকাশ করলে এদেশের ৯০% লোক উপকৃত হবে এবং এ সংক্রান্ত সকল বিতর্কেরও অবসান হবে।

এখানে উল্লেখ্য যে, আমরা শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল এবং শরীয়ত সমর্থিত মুসলিম পন্থায় তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন ও তাদের রূহের মাগফিরাতের জন্য কুরানখানি, দান, সদকা, গরীব খাওয়ানো, দোয়া-মুনাজাত ইত্যাদিতে বিশ্বাসী।

প্রবন্ধের স্থানান্তরে সংস্কৃতির মশালধারী লেখক লিখেছেন, "বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন অধ্যাপক হয়েও তিনি বিশ্ববিদ্যালয় সংলগ্ন ICTVTR-এর মসজিদে ইমামতি করেন।" দুর্ভাগ্য আর কাকে বলে। ইসলামের ইতিহাসে যারা ন্যূনতম জ্ঞান রাখেন তারা অবশ্যই অবহিত আছেন স্বয়ং নবি করীম (সঃ), খোলাফায়ে রাসিদিন, পরবর্তী খলিফাগণ এমনকি এখনও অনেক ইসলামী দেশের শাসন কর্তাগণ ইমামতি করেছেন এবং করেন। ইহাই ইসলামের দাবী— শুধু রাজনৈতিক সভা সমিতিতে কিংবা ধর্মীয় সমাবেশে ব্রিফকেস থেকে টুপী, পাঞ্জাবী বের করে নামাজে শরীক হওয়ার লোক-দেখানো ভাওতা ইসলামের চাহিদা নয়।

"প্রতিক্রিয়াশীলতা ঃ সংস্কৃতির উল্টোরথ"— এই শিরোনামে লিখা হয়েছে "বিশ্ববিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠার পর থেকে সেখানকার যাবতীয় কার্যাবলী থেকে বাংলাভাষা ও সংস্কৃতিকে বিদায় করার চূড়ান্ত আয়োজন করা হয়েছে। হাত-তালির পরিবর্তে মারহাবা, শুভেচ্ছার পরিবর্তে আহলান ছাহলান বলা আবশ্যক।" এখানেও লেখকের জ্ঞানের পরিধি পরিমাপযোগ্য। হাত-তালি বাঙ্গালী সংস্কৃতি কখনও ছিল না। কোন উৎসাহ ব্যঞ্জক স্বীকৃতি জানাতে হলে বলা হতো 'বেশ', 'সাবাস', 'চমৎকার', 'বলিহারি', ইত্যাদি; হাত-তালি বৃটিশ ঔপনিবেশিক সংস্কৃতির অবদান। আহলান ও ছাহলান আরবী শব্দ দুইটি ব্যবহৃত হয় সংস্কৃত 'স্বাগতম' ও বাংলা 'শুভাগমন' অর্থে, শুভেচ্ছা জ্ঞাপনার্থে নয়। একই প্রবন্ধে উপরোক্ত শিরোনামের শেষের দিকে লেখক জানিয়েছেন, "বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে এমন কোন গান বা আবৃত্তি করা যাবে না

যাতে অন্যের ধর্মীয় ও রাজনৈতিক অনুভূতিতে লাগে। ক্যাম্পাসে কোন রকমের প্রতিকৃতি নির্মাণ থেকে ছাত্রদের বিরত থাকতে হবে। স্পষ্টতঃ এখানে শহীদ মিনারকে চিহ্নিত করা হয়েছে। সাতদিন এশার নামাজে অনুপস্থিত থাকলে তাকে হল থেকে বহিষ্কার করা হবে। অর্থাৎ সামগ্রিকভাবে আমাদের সংস্কৃতিকে ধ্বংসের নিখুঁত নকশা।" লেখকের উপরোক্ত উদ্ধৃতি থেকে এটাই নিঃসংশয়ে প্রতিভাত হয় যে তিনি চান ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে এমন সবকিছুই হোক যাতে অন্যের ধর্মীয় ও রাজনৈতিক অনুভূতিতে আঘাত হানুক, ক্যাম্পাসে যতরকমের ইচ্ছা প্রতিকৃতি নির্মিত হোক (যে মূর্তি বা প্রতিকৃতির বিরুদ্ধে আপোষহীন সংগ্রাম নিয়েই ইসলামের আবির্ভাব, প্রতিষ্ঠা ও স্থিতি) এবং আল্লার আদেশ সম্বলিত ইসলামের প্রথম স্তম্ভ নামাজ পড়ার অনুশাসন তা থেকে ছেলেদের বিরত রাখা হোক ইত্যাদি লেখকের ভাষায় সংস্কৃতিকে ধ্বংসের নিখুঁত নকশা।" আলোচ্য প্রবন্ধের উপরোক্ত উদ্ধৃতিসমূহ থেকে নিঃসন্দেহে এটাই কি প্রতীয়মান হয় না

৪-এর পাতায় দেখুন

মতামত

৫-এর পাতার পর

যে, ধর্মনিরপেক্ষতার মুখোশধারী একটি প্রতিবেশী রাষ্ট্রের প্রভাবশালী কুচক্রী মহল যারা প্রায় পাঁচ শত বছরের পুরানো অযোধ্যার বাবরী মসজিদকে মন্দিরে পরিণত করতে চায়, আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম থেকে "মুসলিম" শব্দটি বিসর্জন দিতে চায়, আলীগড়কে হরিগড় নাম দিতে চায়, বিশ্ববিখ্যাত ঐতিহাসিক তাজমহলকে বিষ্ণুমন্দির, কুতুব মিনারকে হিন্দুমঠ, মথুরার জামে মসজিদকে শিবলিংগ পূজার মন্দির এবং বারানসীর ঐতিহাসিক ঈদগাহকে হিন্দুদের একটি প্রাচীন ধর্মস্থান বলে চালিয়ে দেওয়ার অপতৎপরতায় উন্মত্ত— লেখক কি সেই কুচক্রী সংস্থাসমূহেরই এদেশীয় একজন চতুর নির্ভীক কর্মী?

—এম, এ, খালিক
আমিনা মঞ্জিল, কুয়ারপাড়,
সিলেট—৩১০০